Released 24-12-1954

হিংসার পৃথিবীতে
যিনি এনেছিলেন অহিংসার বাণী,
মানব হয়ে-ও যিনি মহিমায় মহামানব
মর্তের ধূলিতে ছিলেন স্বর্গের দেবতা
তাঁকেই প্রণাম করি গৌরহরি বলে,
সন্ন্যাসী নিমাই বলে।

যাঁর মমতার অমৃত-ধারা
মাতা-পত্নীর সীমা বন্ধন লঙ্ঘন ক'রে
নিত্যকাল ছুটেছে পাপীতাপী পতিতের উদ্ধারে—
যিনি মুখে দিলেন হরিনাম
বক্ষে দিলেন আচণ্ডালে আলিঙ্গন
অন্তরে দিলেন সর্ব্বজনে প্রেম
তাঁকেই চিনি **চৈতন্য** রূপে, **পতিতপাবন** রূপে।

অগতির গতি যিনি,
তিনি-ই অনন্ত-বিভূতি নারায়ণ
তাঁরই চরণে লুটাই **মহাপ্রভু** ব'লে।

পরিচিতি

প্রযোজনা	...	জি, সি, বোথরা
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
পরিচালনা	...	ফণী বর্ম্মা
সঙ্গীত পরিচালনা	...	হরিপ্রসন্ন দাস
শিল্প নির্দ্দেশ	...	বট কৃষ্ণ সেন
ব্যবস্থাপনা	...	ভিক্টর মোজেস্
		ননী মজুমদার
আলোক চিত্র	...	নির্ম্মল দে
শব্দধারণ	...	সি, এস্, নিগম্
রাসায়নিক প্রক্রিয়া	...	কুলদা রায়
		সুধীর চৌধুরী
চিত্র সম্পাদনা	...	ধরমবীর সিং
দৃশ্য সজ্জা	...	খরবুজ মিস্ত্রী
রূপ-সজ্জা	...	সেখ ইঁদু
		শঙ্কর
স্থির চিত্র	...	দুলাল দাস

—সহকারী—

পরিচালনায়	...	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি
		মানু সেন
ব্যবস্থাপনায়	...	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য
আলোক চিত্রে	...	মুরারী ঘোষ
		কল্যাণ গুপ্ত
শব্দধারণে	...	মোহন সরকার
চিত্র সম্পাদনায়	...	মৌলা বক্স
		শান্তি ব্যানার্জ্জি
সঙ্গীত পরিচালনায়	...	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশে	...	যতীন দাস

চরিত্র-লিপি

নিমাই	...	ছবি বিশ্বাস
নিমাই (ছোট)	...	প্রহ্লাদ বন্দোপাধ্যায়
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	মণিকা দেশাই
শচী দেবী	...	নিভাননী
নিত্যানন্দ	...	প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়
কেশব ভারতী	...	রবি রায়
অদ্বৈত আচার্য্য	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
রায় বুদ্ধিমন্ত খাঁ	...	সন্তোষ সিংহ
রঘুনাথ	...	বিপিন গুপ্ত
কাশীনাথ	...	সত্য মুখোপাধ্যায়
জগাই	...	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
মাধাই	...	অহী সান্যাল
কাজী চাঁদ খাঁ	...	জীবেন বসু
মুকুন্দ দত্ত	...	কুমার মিত্র

লম্বোদর	...	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
কেশব কাশ্মিরী	...	উৎপল সেন
গদাধর	...	দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীবাস	...	মনি রায় চৌধুরী
তপন	...	হিমাংশু মুখোপাধ্যায়
সার্ব্বভৌম	...	মলয় কুমার
পণ্ডিত চণ্ডাল	...	ফণী রায়
জগন্নাথ মিশ্র	...	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
সনাতন মিশ্র	...	প্রাণনাথ মুখোপাধ্যায় (এঃ
ঈশ্বর পুরী	...	অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
পরাণ চণ্ডাল	...	ননী মজুমদার
বাউল	...	গৌরী কেদার ভট্টাচার্য্য
সুমতি (শ্রীবাসের স্ত্রী)	...	অপর্ণা দাস
বৈষ্ণবী	...	গীতা দেবী

—অন্যান্য ভূমিকায়—

সুধাংশু গোস্বামী — চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য — উমাতারা
মাধবী — মঞ্জু — আরও অনেকে।

গৌরাঙ্গ—স্তব

জয়
শচী-দুলাল অমর বিভূতি গৌরচন্দ্র
নয়ন-আনন্দরূপ চরণে সৃষ্টি-প্রলয় ছন্দ
নমো গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।

জয়
অদ্বৈত-স্বপ্ন-বিভাস বিশ্বত্রাতা চৈতন্য
অমৃত-পরশ লভি' ক্লান্তা ধরণী ধন্য
নমো গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।

জয়
বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়-সরসি-বিহারী আনন্দ মূরতি নিত্য
প্রেম সুন্দর প্রেম দেবতা ভক্ত-বিনোদ মোহিত নিখিল চিত্ত
নমো গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।

জয়
দুর্য্যোগ-ধ্বংসকারী কল্যাণ-শুভ-শান্তি দায়ক
তব পুণ্য-নাম কোটি কণ্ঠে গাহে গগন পবন ত্রিলোক
নমো গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।

গল্পাংশ

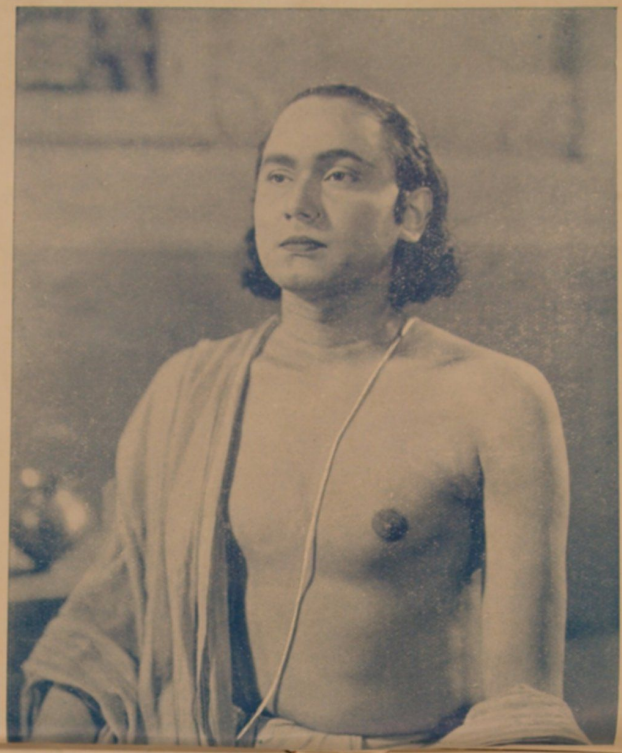

(এক)

"কে ডাকে ?—কে ?"

গভীর নিশীথে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণের শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। দিব্য-কান্তি এক কিশোর গৃহ হইতে আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিল—আঙ্গিনা হইতে আবার কোথায় চলিল ! মুখে তাহার ঐ কথা, "কে ডাকে ?" মাতা শচীদেবী জাগরিত হইলেন, পিতা জগন্নাথ মিশ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উভয়ে শঙ্কিত প্রাণে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "নিমাই, নিমাই।" বালক চমকিত হইল, তাহার জাগর-স্বপ্ন বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। মাতার অঞ্চল ধরিয়া কহিল, "একি দেখলুম মা ?"

—"কি দেখলে বাবা ?"—মাতার কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

—"দেখলুম, দাদা বিশ্বরূপ এসে আমায় ডাকলো।"—শচীদেবী শঙ্কিত হইলেন, অন্তরের অন্তস্থলে ভীরু মাতৃত্ব যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ সন্তান বিশ্বরূপ-ও এমনি করিয়াই একদিন কোন্ অলক্ষ্যের ইঙ্গিত পাইয়া গৃহত্যাগী হইয়া গিয়াছে। বাহিরের সেই সর্ব্বনাশা আহ্বান কি ক্ষান্ত হইবে না কোন' দিন ? শচীমাতার অঞ্চল-নিধি নিমাই-এর জীবনে-ও কি—শচীদেবী আর ভাবিতে পারিলেন না। নিমাইকে বক্ষে টানিয়া লইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

(দুই)

—"লেখাপড়া বন্ধ ? কেন ? কেন ?"—বালকের মুখে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন। স্থির-প্রতিজ্ঞ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কঠোর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"কেন, তা জানবার প্রয়োজন নেই।"

কিন্তু পিতা জানেন, তত্ত্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বিশ্বরূপ বিবাগী হইয়াছে। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার আর ভুল করিতে অনিচ্ছুক। যদিও জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীর এ-কথা বিশ্বাস করিতেন না যে, নিমাই মানুষ নয়, দেবতা—সাক্ষাৎ নারায়ণ ; তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্যের আবরণ ভেদ করিয়া এ- আশঙ্কা সর্ব্বদাই জাগিয়া উঠিত—না জানি কি হয় ! এ আশঙ্কার ফলে-ই নিমাই-এর পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হইল।

বালক মুখে কিছু বলিল না, কাজের দ্বারা মনের আক্রোশ মিটাইতে লাগিল। চাঁদের বরণ এই ক্ষুদ্র বালকের নিত্য নব উৎপীড়নে নবদ্বীপ-বাসী উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল সেই বৃন্দাবনের শ্যামল কিশোরের কথা। সোনার মত ছেলে—এর দুষ্টুমি-ও যে মাধুরীমাখা—এর আঘাতে-ও বুঝি আনন্দ আছে ! কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধ জটায়ুরা একথা মানিবেন কেন ? জগন্নাথ মিশ্রের নিকট অভিযোগ আসিল। ঠাকুর নিরুপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় নিমাইকে পুনরায় পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন।

বালক সানন্দে পাঠ করিতে লাগিল—

"নলিনী-দলগত জলমতি তরলম্
তদ্বদ্ জীবনমতিশয় চপলম্।—

(তিন)

পৃথিবীর উপর দিয়া অনেক বসন্ত চলিয়া গিয়াছে। নব-পত্রের ডালি ভরিয়া অনেক সুখ আসিয়াছে, ঝরা পাতার মর্ম্মর-ধ্বনিতে অনেক বেদনা বাজিয়া উঠিয়াছে। শচীদেবীর সংসারে-ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নয়নের মণি নিমাই শশী-কলার মত বাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। পুত্রের দিব্যদ্যুতি দেখিবার জন্য স্নেহাতুরা জননী বুঝি আজ শতচক্ষু কামনা করিতেছেন। সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যালাভ করিয়া নিমাই আজ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। সুতীক্ষ্ণ বিবেক-বুদ্ধি তাঁহার পথ-নির্দেশক। দেশের সমাজের ধর্ম্মের অনাচার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কুৎসিৎ আচারকে অমিত শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিলেন। দেব-বিভূতির মহিমায় উদ্ভাসিত নিমাই সর্ব্বজনের প্রিয় পাত্র হইলেন—তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশিতে আকৃষ্ট হইয়া পণ্ডিত সনাতন মিশ্র তাঁহার নিজ কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্প্রদান করিলেন। আকাশের চন্দ্র তারকা বুঝি আজ বর-বধূর মুখচন্দ্রিকা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! আনন্দ-কোলাহলে সনাতন মিশ্রের গৃহ মুখরিত। অকস্মাৎ কোথা হইতে এক বিদেশী যুবক সেখানে উপস্থিত হইলেন! নাম তাঁর নিত্যানন্দ। মুখে তাঁর স্বর্গীয় সুষমা! কি তাঁর অভিপ্রায়? এতদিন পরে এই নবদ্বীপে তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তির সন্ধান বুঝি মিলিয়াছে কি যেন বলিতে গিয়া নিত্যানন্দ নিরস্ত রহিলেন।

বাসর ঘরের দ্বারে অমঙ্গলের প্রথম ইঙ্গিত পাইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শঙ্কিত হইলেন; কিন্তু দেবোপম স্বামীর সহাস্য মুখ-মণ্ডল দেখিয়া তিনি শান্তিলাভ করিলেন।

নিশীথ রাত্রি। বধূবেশে বিষ্ণুপ্রিয়া পালঙ্কে সুপ্তিমগ্ন। নিমাই জাগ্রত। দিগন্ত হইতে কে যেন ডাকিল

"আয়—আয়—আয়"

স্বপ্নাবিষ্টের মত নিমাই বাহিরে গেলেন। কোথা-ও কেহ নাই। আবার সেই আহ্বান! যুগে যুগে মানবের হৃদয়-দ্বারে এ-আহ্বানই কি আসে দিব্যচ্ছন্দে স্বর্গীয় সুর-লহরীতে? নিমাই অগ্রসর হইলেন। এ কে? দীর্ঘকান্তি এক বিরাট পুরুষ! কি তাঁর নাম?

"কেশব ভারতী"

দূরাগত ধ্বনি নিমাই-এর কর্ণে বাজিতে লাগিল—

"আয় আয় আয়"

এ যে অসহ্য আনন্দময় আকর্ষণ—এ কী? নিমাই ঊর্দ্ধ আকাশের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

(চার)

অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির চরম সৌভাগ্য এই যে, শত্রুপক্ষ গঠিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। নিমাই-এর জীবনে-ও তাহাই ঘটিল। পরস্ত্রীকাতর ব্রাহ্মণ কাশীনাথ ঠাকুর কৌশলে দলবৃদ্ধি করিয়া নবদ্বীপের ভূম্যধিকারী রাজা রায় বুদ্ধিমন্ত খাঁ-র নিকট নিমাই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল—নিমাই পাষণ্ড—নিমাই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী—নিমাই বৈষ্ণব-পীড়ক—নিমাই স্ত্রীলোকের প্রিয়পাত্র। এই দলে যোগদান করিল নগর-কটোয়াল জগন্নাথ আর মাধব।

কুৎসিৎ চক্রান্তের জাল বিস্তার করিয়া কাশীনাথ আর দুই তাল-বেতাল জগাই-মাধাই সর্ব্বজনপূজ্য নিমাই পণ্ডিতকে অপরাধীরূপে কাজী চাঁদ খাঁ-র দরবারে উপস্থিত করিল। দুটমতি কংসের ছলনা যিনি অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়াছিলেন—কলির কাশীনাথ আর জগাই-মাধাই সেই দেবতার চরণাঘাতের-ও যোগ্য নয়। মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় নিমাই পুণ্যের প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। নীচ শত্রু আপন নীচতার গ্লানিতে পরিয়ান হইল। পরাজিত বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবার কঠিন প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করিলেন। একদিন অকস্মাৎ নিমাই পণ্ডিতের গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। অভিযোগ নয়—প্রতিকার নয়—নিমাই-এর মনে শুধু জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা

"এই কি মানুষ?"

এই সভ্য সমাজের প্রতি পরম বিতৃষ্ণায় নিমাই সভ্যতার শিক্ষা ভুলিবার জন্য সহজ সরল মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে-শিক্ষা পরকে আপন করে না, আপনকে পর করিয়া দেয় নিমাই সেই শিক্ষা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিলেন।

এ-সত্য লাভ করিয়াই একদিন তিনি সহপাঠী রঘুনাথের সমক্ষে স্বরচিত ন্যায়ের টীকা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুনাথকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। আজ মানুষের সমাজে এই আঘাত পাইয়া তিনি সত্যিকারের মানুষের সন্ধানে। চণ্ডালকে

আলিঙ্গন দিলেন। শিক্ষার প্রতি, সমাজের প্রতি,—সভ্যতার প্রতি বিরাগ লইয়া নিমাই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত প্রকৃতির কোলে শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পদ্মাতীরে চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁর দ্বন্দ্ব—জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম গৃহের আকর্ষণ বহিয়া আনে—আর পদ্মাতীরে বিরাট প্রান্তর—অনন্ত আকাশ বুঝাইয়া দিতে চায় সংসার কিছু নয়। এ যে কী অশান্তি মহা-মানব নিমাই সেদিন অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন।

(পাঁচ)

কালো কৃষ্ণ মেঘ। পদ্মার জলে তার কালো ছায়া। অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে নিমাই চাতক-দৃষ্টিতে মেঘের পানে তাকাইয়া রহিয়া-ছেন। দূরে তমালবন আঁধারে একাকার। কাহার নিশানা খুঁজিয়া নিমাই-এর প্রাণ আজ চঞ্চল! এই অপূর্ব্ব ভাবাবেগ দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্ময়ে হতবাক্। সহসা নিমাই আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন

—"ঐ, ঐ, ঐ যে মেঘে তার কালো রূপ,
তমালে তার কালো রূপ—নদীর জলে
তার কালো রূপ!"

নিমাই "কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া উন্মত্তের মত নদীর দিকে ছুটিলেন। বন্ধুগণ দেখিলেন নিমাই জ্ঞানহারা, চেতনা হারাইয়া আজ বুঝি তিনি "চৈতন্য" হইলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন নিত্যানন্দ, স্মিত হাস্যে কহিলেন—

"এ যে রাধিকার পূর্ব্বরাগ।"

(ছয়)

নিমাই নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এ যেন আর সে-নিমাই ন'ন। চোখে তাঁর বারি-ধারা, মুখে তাঁর কৃষ্ণনাম। শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসাধনার মূর্ত্ত প্রতীক তিনি। বুঝি বা মনে পড়িয়াছে সেই বৃন্দাবনের কথা। মনে পড়িয়াছে সেই প্রতিশ্রুতি—"রূপ হবে আমার রাধিকার মত কাঞ্চন-তুল, প্রাণ হবে রাধিকার প্রাণে গড়া, কণ্ঠে থাকবে রাধারই মত "কৃষ্ণনাম।" তাই কি কৃষ্ণ হইলেন গৌর—হইলেন গৌরাঙ্গ? শ্রীরাধার মধুর-রসে ভগবৎ-সাধনা সেদিন প্রচারিত হইল নবদ্বীপে। নদীয়ার নিমাই হইলেন জগতের প্রভু—মহাপ্রভু—নবমন্ত্রের উদ্গাতা—নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

অদ্বৈত আচার্যের স্বপ্ন আজ সফল হইল। পথে হরি-সংকীর্ত্তন শুনিয়া প্রতীক্ষায় কৃশতনু অদ্বৈত আচার্য কুটীর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। এই তো সেই! এই তো তাঁর ধ্যানের দেবতা! অপেক্ষার অবসান আজ!

অদ্বৈত আচার্য নিজেকে ধিক্কার দিলেন, এতদিন পাইয়া-ও চিনিতে পারেন নাই বলিয়া।

কিন্তু, বুদ্ধিমন্ত খাঁ কাশীনাথ আর জগাই মাধাই !! পাপ যে পুণ্যকে কিছুতেই চিনিতে পারে না।

একদা শুভক্ষণে বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া বুদ্ধিমন্ত খাঁ বুঝিয়া ধন্য হইলেন যে - নিমাই বিশ্বমানবের ত্রাণ কর্ত্তা—সাক্ষাৎ নারায়ণ ! জগাই-মাধাই-ও মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া উদ্ধার হইল, হইল না শুধু ঠাকুর কাশীনাথ। উৎকট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অহঙ্কারে সে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মানব-ধর্ম্মের বিরাট ক্ষেত্রে যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল অভিজাত অস্পৃশ্য একাকার হইয়া সত্যিকারের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে সেখানে সংকীর্ণচেতা কাশীনাথের স্থান কোথায় ?

নবদ্বীপ হরিনামের পুণ্য স্রোতে ভাসিয়া গেল। সহজ ধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসিয়া বাঙ্গলার মৃত্তিকায় নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিল। নবীন যুগাবতার অবতীর্ণ হইলেন নবদ্বীপে

"আচণ্ডালে দেয় কোল
মুখে বলে হরি বোল।"

(সাত)

কেশব ভারতী খুঁজিয়া বেড়ান সেই মানুষ যিনি হিংসার পৃথিবীতে দেবেন অহিংসার বাণী—যিনি উৎপীড়িতের ত্রাণ কর্ত্তা—মানব হইয়াও যিনি দেবোপম—দেবতা।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এই চির অভীষ্ট পুরুষ। ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডী তাঁর লীলাক্ষেত্র হইতে পারে না। জননীর স্নেহ পত্নীর প্রীতি সত্য হইলে-ও বৃহত্তর সত্য পাপীর উদ্ধার—তাপীর সান্ত্বনা দান। সুতরাং কেশব ভারতী নিমাইকে আকর্ষণ করিলেন বাহিরের লীলাক্ষেত্রে। কিন্তু জননীর স্নেহাঞ্চল, আর পত্নীর অশ্রুভরা নয়ন-যুগল—সে কি কিছু-ই নয় ?

অবশেষে একদিন ঝড় আসিল। বাহিরে-ও অন্তরে-ও। পাপী তাপী উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিল দিগদিগন্ত হইতে। জগতের যিনি প্রভু কেমন করিয়া পাষাণ হইয়া থাকিবেন তিনি ? বিশ্বের দুঃখ-নাশন উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার নিমাই কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলেন ? কোন্ অমৃত বাণী প্রচার করিলেন ? সে কি এই—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় চ সাধূণাম—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপণার্থায় সম্ভমামি যুগে যুগে"—

[১]

বালকগণ

আয়রে কানু বাজায়ে বেণু
গোঠের বেলা যায়
বনের রাজা মনের রাজা
করবো তোরে আয়।
তোর সাথে আর নাই তো আড়ি
নেব না আর ননী কাড়ি
দুষ্টুমি তোর বলবো নারে
ঐ মা যশোদায়।

[২]

বাউল

খুলে দে হাতের বাঁধন
কাঁদেরে ব্রজের গোপাল প্রাণের গোপাল,
ঘরে ঘরে তাই তো কাঁদন।
যে বাঁধন বাঁধিলি কানুর কোমল হাতে
সে বাঁধন জড়ালো মা প্রাণের সাথে,
চেয়ে ছাখ পড়লো বাঁধা নিখিল ভুবন।

[৩]

বিষ্ণুপ্রিয়া

কি রূপ হেরিনু যমুনা সিনানে
নয়নে লাগিল রূপের অনল
কেমনে পশিল অতল পরাণে।

আধ আধ হাসে বারেক চাহিয়া
কি যেন কহিতে কি গেল কহিয়া
জীবন মরণ সে নিল হরিয়া
কি মায়া ছিলরে ও দুটি নয়ানে।
এ আমি নহি তো আমি রে
পলে পলে বুঝি নব হয়ে উঠি
ওরূপ সায়রে নামি রে।
সে গেল চলিয়া তবু প্রাণে সে কি ?
অদেখার পথে শুধু তারে দেখি
আলো হয়ে আসে মোর জাগরণে
কালো হয়ে আসে নিশীথ-শয়ানে।

[৫]

আহিরিণী

বিদেশী নাগরিয়া
নিলরে নিল হিয়া
বাঁশি নয়, হাসিতে মোহিয়া।
পসরা ছল ছল
পরাণ টলমল
রূপে তার মরিগো জ্বলিয়া।

মাঝি

শত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া
তাহে ফুল রেণু দিয়া
কে দিল ঐ রূপ গড়িয়া!

আহিরিণী

মোরা যে আহিরিণী
চিনি বা নাহি চিনি
ঘরে আর যাবোনা ফিরিয়া।

মাঝি

চরণে দিলে ঠাঁই
মরিলে ক্ষতি নাই
প্রেমের সায়রে নামিয়া।

আহিরিণী

বিদেশী নাগরিয়া।

[৫]

বৈষ্ণবী

সোনার মানুষ নদীয়ায়।
ও তার, রূপ দেখে নারী-ধরম রাখা
হলো দায়।
মন ভুলালো প্রাণ ভুলালো
ঘর ভুলালো সে
পরের লাগি ঘরের মাঝে
দেরে আগুন দে
(ও সে) পর হয়ে যে সব নিয়েছে
পশরা না যায়।

[৬]

বিষ্ণুপ্রিয়া

কজ্জলে নাহি কাজ উজ্জ্বল নয়ানে
শ্যামলের শ্যাম রূপ আছে তোর
ধেয়ানে।
মন্দার মালা নাই
ক্ষতি নাই নাহি চাই
প্রেমের কনক রাখী
বাঁধা আছে পরাণে।
এ লগণ মায়াময়
শেষ যেন নাহি হয়,
ঘুম নামে জাগরণে—ঘুম নাই শয়ানে।

[৭]

নিমাই

কাঁহা কানু কহি হিয়া ঝুর তহি
পথ চাহি আঁধারিল আঁখিয়া
পল গণি গণি যুগ গেল বহি
কণ্ঠ নীরবিল ডাকিয়া।

[৮]

বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রেমকি জ্যোতি আজ প্রেমকি চাঁদিয়া
প্রেম-সায়রে চলে প্রেমকি নদীয়া।
প্রেমে গাওল পাখী
প্রেমে জাগে ফুল আঁখি
প্রেম-স্বপন মাখা আকুল রাতিয়া।
রসিক তরুবর রাসকা লতিকা
প্রেম-বাসর রচে মধুবন-বীথিকা।
প্রেমে বিবশ হিয়া
ওঠে মুগ্ধ আকুলিয়া
কাঁহা প্রীতম কানু কাহা নব প্রেমিয়া।

[৯]

সংকীর্তন

প্রভু, দেখা দাও প্রভু দেখা দাও,
হৃদয়ে তুমি যদি অসীম আলো
নয়নে কেন তবে রয়েছে কালো
দেখা দাও।
পরাণ কহে তুমি এসেছ প্রভু
বাহিরে কেন রহে বিরহ তবু
দেখা দাও।
নিঝর চাহিছে ওই সাগর মিলন
তিয়াসী চকোর চাহে চাঁদের কিরণ
জীবন মরণ সম তোমার কারণ
কোথা শ্যাম জলদ বরণ
দেখা দাও॥
জ্বেলেছো আমারে দহন দানে
প্রেমের প্রদীপ তোমার পানে
তাইতো জ্বলে,
এই কি ভালো নিঠুর কালো
আসিবে কি গো মরণ হলে?
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ
সহে না আর
বিরহ ভার,
কাঁদিছে প্রাণ
চির পাষাণ
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ
দেখা দাও।

[১০]

বৈষ্ণবী

প্রভু শীতল তব চরণ জানি
শরণ লভি তাই
ছিল যা মিছে রহিল পিছে
কিছু তো আর নাই
তুমি যে আঁখি, আমি আঁখি ধারা
তোমাতে ফুটি তোমাতেই হারা
বিরহ আমি মিলন তুমি
হারায়ে ফিরে পাই।

[১১]

নিমাই

ওগো নিঠুর শ্যাম
দুঃখ তোমার নাম
তাই দুখের ধেয়ান করি;
কৃষ্ণ আঁধার শ্যাম
মরণ তোমার নাম
তাই মৃত্যু মাঝারে স্মরি।

নিমাই

এমনি রাতি সে দিনো গগনে
বিজন পথে শ্রীমতি চলে
শ্যামের শরণে।
প্রেমের শিখা নয়নে লিখা
বেদনা হলো জয়ের টীকা
কি অভিসার জীবনে তার
সে মহা লগনে !

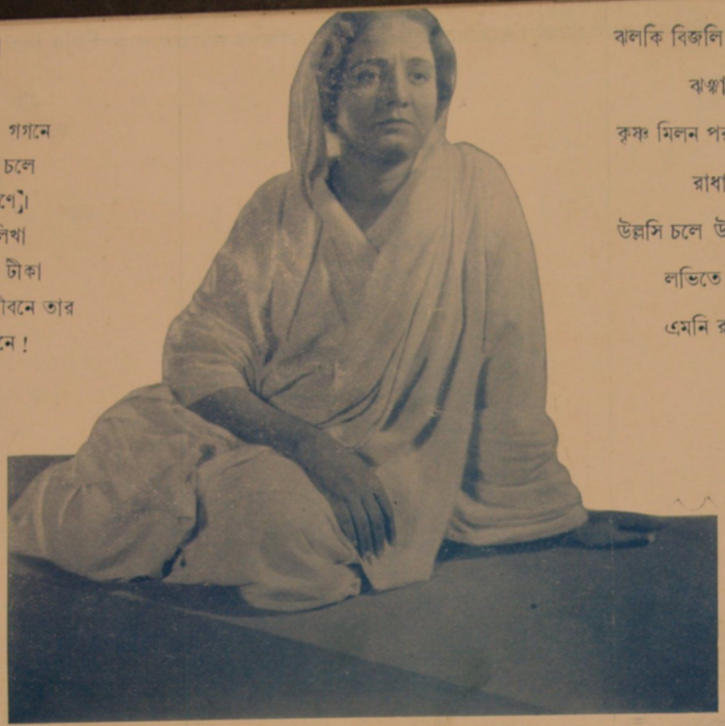

ঝলকি বিজলি পন্থ দেখালো
ঝঞ্ঝা বাজালো বাঁশি
কৃষ্ণ মিলন পরাণে স্মরিয়া
রাধার বয়ানে হাসি।
উল্লসি চলে উন্মাদিনী সে
লভিতে জীবনে লভিতে মরণে
এমনি রাতি সেদিনো গগনে।

কে তুমি দেবী
তুলসী-তলার প্রদীপের মত
স্নিগ্ধ মহিমায় জ্ব'লে উঠেছ ?
প্রভাতের শিশির-সিক্ত শেফালি কি তুমি ?
শুনেছি তোমার অশ্রু-জলের ভাষা—
পেয়েছি তোমার মর্ম্ম-যাতনার মৌন আভাষ –
তোমারি নাম তাপসীর শুচি-শুভ্রতা—
মূর্ত্তি তোমার চির কল্যাণময়ী
তুমিই কি দেবী **বিষ্ণুপ্রিয়া** ?

দয়িতের মিলন আশায় যে প্রেম ফুটেছে সূর্য্যমুখীর মত ;
পরম-মিলনে-ও যার বিচ্ছেদ-ভাবনা ;—
ঝঞ্ঝার পদাঘাতে
বিদ্যুতের পরিহাসে
পথ-কণ্টকের লাঞ্ছনায়
যে-প্রেম হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী—তারই অভিসারে
তুমি-ই কি চলেছিলে প্রেম-বৃন্দাবনে—
শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বহারা সাধনা ল'য়ে ?
তুমিই কি সেই শ্যাম-প্রিয়া ?
তোমার মাঝেই ফিরে পাই
হারানো যুগের সীতা, সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে—
তুমিই কি দেবী, মঙ্গল-প্রদীপ হাতে
কুটীরে কুটীরে বিরাজিত বাঙ্গলার পল্লীবধূরূপে ?
গৃহের কল্যাণে
বিশ্বের কল্যাণে
ত্যাগের মহাব্রতচারিণী তুমি—
তোমার চরণে মুগ্ধ জগতের প্রণাম।

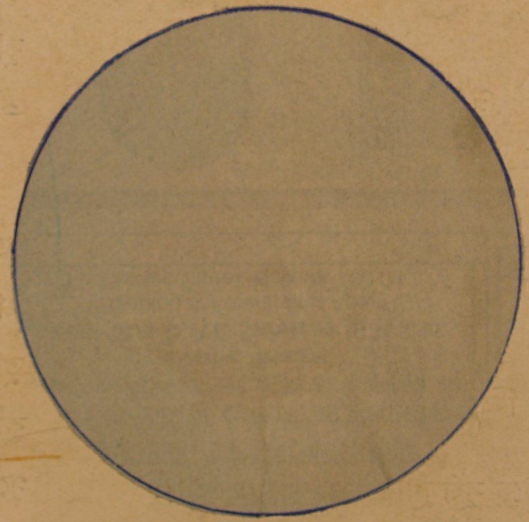

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রচার বিভাগের তরফে প্রচার সম্পাদক শ্রীকুমুদ রঞ্জন দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও গ্ল্যাসগো প্রিংটিং কোম্পানী,
হাওড়া হইতে মুদ্রিত।